সংবাদ

তারিখ ... 30 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ৫ ... কলাম ... 2

রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দুঃখগাঁথা-০২

ভয়াবহ সেশনজটের নেপথ্যে যত কারণ

তপন কুমার রায়, বেরোবি. (রংপুর)

ভয়াবহ সেশনজটের যাঁতাকলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ৬ মাস থেকে আড়াই বছরের সেশনজটের কবলে পড়ে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ার জীবনে পিছিয়ে পড়াসহ মানসিক অস্বস্তিতে ভোগার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। আর এই সেশনজটের নেপথ্যে দেখা হচ্ছে শিক্ষকদের রাজনীতি বা অন্তঃকোন্দল, শিক্ষক সংকট, ক্লাসরুম সংকট এবং ব্যবহারিক সরঞ্জামদ্রব্যাদির অভাব মিলে চারটি কারণকে। ক্লাসরুম সংকট ও ব্যবহারিক সরঞ্জামের অভাবের পাশাপাশি সেশনজটের অন্যতম কারণ শিক্ষক স্বল্পতা বা সংকট হলেও শিক্ষার্থীদের দাবি শিক্ষকদের রাজনীতি বা অন্তঃকোন্দলই সেশনজট বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকগুণ। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুই দফায় সাবেক ও বর্তমান উপাচার্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিভাগগুলোতে শিক্ষকদের মধ্যে অন্তঃকোন্দলই বাড়িয়ে দিয়েছে সেশনজট মাত্রা এমনই অভিযোগ করছে শিক্ষার্থীরা। তবে শিক্ষক রাজনীতি সেশনজটের মূলকারণ হিসেবে মানতে নারাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতারা। শিক্ষক নেতাদের দাবি শিক্ষক স্বল্পতাই সেশনজটের মূল কারণ।

সরেজমিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি বিভাগের প্রত্যেকটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা কমবেশি সেশনজটের জটাজালে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। একেকটি বিভাগে ৬ মাস থেকে আড়াই বছরের সেশনজটের বোঝা নিয়ে চলছে বিভাগগুলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিএ অনুষদসহ কয়েকটি বিভাগে এই সেশনজটের মাত্রা কিছুটা সহনীয় হলেও বিজ্ঞান অনুষদের বিভাগগুলোতে সেশনজট ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের জটের কথা সত্যিই কল্পনাতীত। আড়াই বছরেরও বেশি সেশনজটে রয়েছে এই বিভাগের শিক্ষার্থীরা। একবছর থেকে দুই বছরের অধিক সময় সেশনজটে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রসায়ন, পদার্থ, গণিত, বাংলা, ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব, ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন, ইংরেজি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগসহ আরো কয়েটি বিভাগের শিক্ষার্থীরা। আর সেশনজট তৈরির পিছনে শিক্ষক সংকট, ক্লাসরুম ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি (ল্যাব) সংকট অন্যতম কারণ হলেও শিক্ষার্থীদের অভিযোগ বর্তমান শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক রাজনীতিই মূল কারণ হিসেবে দায়ী। শিক্ষার্থীদের এই অভিযোগ বিষয়ে অনুসন্ধানে জানা যায়; বিভাগগুলোতে সেশনজটের বড় ধাক্কাটা লাগে ২০১৩ সালের শুরুতে তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহম্মদ আব্দুল জলিল মিয়ার বিরুদ্ধে ১১জন শিক্ষকের নেতৃত্বে দুর্নীতি বিরোধী মঞ্চের ব্যানারের আন্দোলন কর্মসূচির সূচনার মাধ্যমে। ভিসির পদত্যাগের দাবিতে ২০১৩ সালে ওই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রায় ৬ মাসের সেশনজটের কবলে পড়ে যায়। এমনি করে বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. একেএম নূর-উন-নবীর বিরুদ্ধে সেচ্ছাচারিতা, ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণ সহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে উপাচার্য বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। শিক্ষক সমিতির ব্যানারে এই আন্দোলনের ফলে ২য় দফায় আবারও একগুচ্ছ সেশনজটের মালা উপহার পায় শিক্ষার্থীরা।

তবে শিক্ষক রাজনীতি তথা শিক্ষকদের আন্দোলন ও কোন্দল সেশনজটের মূল কারণ নয়, পর্যাপ্ত শিক্ষক সংকটের কারণে সেশনজট বাড়ছে বলে দাবি করেন বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. আরএম হাফিজুর রহমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র 'এই শিক্ষক সংবাদ'কে বলেন, বিভাগগুলোতে একমাত্র পর্যাপ্ত শিক্ষক সংকটই সেশনজটের মূল কারণ। এছাড়াও এর সঙ্গে ক্লাসরুম সংকট এবং কয়েকটি বিভাগের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যেমন ল্যাবের অভাব কিংবা প্রশাসনিক কাজের দীর্ঘসূত্রতা অথাৎ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তর কর্তৃক বিলম্বে ফলাফল প্রকাশ করাতেও সেশনজট তৈরি হয়েছে।' শিক্ষক সমিতির এই নেতার দাবির বিষয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি বিভাগের জন্য মাত্র ১৩২ জন শিক্ষক রয়েছে। এরমধ্যে আবার ২২ জন শিক্ষকেই শিক্ষাছুটির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে অবস্থান করছেন দীর্ঘদিন থেকেই। শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং ব্যাচ অনুপাতে বিভাগগুলোতে শিক্ষকের সংখ্যা অনেকাংশেই কম। একাধিক ব্যাচের ক্লাস-পরীক্ষা নিতে হিমশিম খেতে হচ্ছে শিক্ষকদেরকে। উদাহরণ স্বরূপ শিক্ষক সমিতির সভাপতি জানান, তিনি নিজেই মোট ১৩টি ক্লাস নিচ্ছেন। সেক্ষেত্রে অতিদ্রুত বিভাগগুলোতে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ না দিলে আগামীতে সেশনজটের চূড়ান্ত ফলাফল কি আসতে পারে তা ভাবাই দুষ্কর হয়ে পড়বে।

শিক্ষক রাজনীতি শিক্ষক সংকট ও শ্রেণীকক্ষ স্বল্পতা অন্যতম প্রধান কারণ

সার্বিক বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. একেএম নূর-উন-নবী সংবাদ'কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বন্ধুসুলভ সম্পর্কই শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব। শিক্ষকরা জাতির বিবেক তাই তারা কি উদ্দেশ্যে রাজনীতি করে থাকেন বা এমন কর্মপরিধির বাইরেও তারা কতটুকু কর্মপরিচালনা করছেন তার উপর নির্ভর করবে একটি প্রতিষ্ঠানের এটি ক্ষতি করছে কি করছে না। তাই মনে করি শিক্ষকদের মধ্যে সচেতনতা থাকা উচিত, আদর্শ এবং মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা এবং জাতির পিতা এই আদর্শে সম্পৃক্তা থাকা উচিত। তাহলেই শিক্ষকরা ছাত্রদের সঠিক পথে নিয়ে যাবেন।' উপাচার্য আরো বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসনে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে কাজ করতে হবে। ক্রমান্বয়ে শিক্ষক সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে, ইতিমধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগগুলোর জন্য ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী ২য় দফার কাজে একাডেমিক ভবন নির্মাণের বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।'